গাংনীতে কালবের উদ্যোগে মিউচুয়াল বেনিফিট প্রদান অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলা শিক্ষক-কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের আয়োজনে এবং দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিমিটেডের (কালব) সহযোগিতায় মিউচুয়াল বেনিফিট প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সমিতির কার্যালয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি ও গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সমিতির সহ-সভাপতি আবু সায়েম পল্টু।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির ডিরেক্টর ও গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির ডিরেক্টর হারুনুর রশিদ রবি, সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমিরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ আক্তারুজ্জামান, কালবের জেলা ব্যবস্থাপক সুজয় কুমার বসু, শাখা ব্যবস্থাপক কাউছার আলী এবং মিউচুয়াল বেনিফিট গ্রহীতা ছানোয়ার হোসেন বাবলু।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, সমিতির সদস্য ও গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের আইসিটি বিভাগের প্রভাষক আসমা আক্তার বানু সম্প্রতি হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। সমিতির নিয়ম অনুযায়ী মিউচুয়াল বেনিফিটের আওতায় মোট ৪ লাখ ৫৫ হাজার ৩৮০ টাকার মধ্যে তার ঋণ বাবদ ৩ লাখ ৪২ হাজার ৭০০ টাকা পরিশোধ করা হয় এবং অবশিষ্ট ১ লাখ ১২ হাজার ৬৩০ টাকা নগদ তার নমিনি স্বামী ছানোয়ার হোসেন বাবলুর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবুল কালাম আজাদ স্বপন বলেন, “এই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষক-কর্মচারীদের বিভিন্ন সংকটময় সময়ে পাশে থেকে সহায়তা করে আসছে। বিশেষ করে আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত প্রশংসনীয়।” তিনি সমিতির কার্যক্রম আরও স্বচ্ছ ও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি আরও বলেন, কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তার ঋণের দায় পরিবারের ওপর চাপানো হয় না। পাশাপাশি নমিনি বা পরিবারের সদস্যদের মিউচুয়াল বেনিফিট ও দাফন-কাফনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়, যা সমিতির মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে।

অনুষ্ঠানে সমিতির কার্যক্রম আরও বিস্তৃত ও গতিশীল করতে সকল সদস্যকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও কালব শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণে কাজ করে যাবে।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত কৃষকের পরিবারকে সরকারি সহায়তা প্রদান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী কিবরিয়া ফিলিং স্টেশনের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত কৃষক আওরঙ্গজেবের পরিবারকে সরকারি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস নিহতের বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী রাশিদা খাতুন ও ছেলে সেলিমের হাতে নগদ ২৫ হাজার টাকা ও খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন।

এর আগে সোমবার (২০ এপ্রিল) ডিজেল নিয়ে ফেরার পথে বেপরোয়া গতির একটি ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন আওরঙ্গজেব। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এসময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।
সহায়তা প্রদানকালে তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলামসহ স্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে বিএনপি নেতাকে গুলির ঘটনায় মামলা, গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের বিএনপি নেতা মুকুল হোসেনকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তার মেয়ে স্বর্ণালী সাবনম বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলা নম্বর ৩১, তারিখ ২০ এপ্রিল ২০২৬। মামলায় এজাহারভুক্ত তিনজনসহ অজ্ঞাত আরও ১০-১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মামলার প্রধান আসামি স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও সাহারবাটি বাজারের ওয়ার্কশপ মালিক আতাউর রহমান টোকনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য আসামিদের গ্রেফতার ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলা চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপির নেতাকর্মীরা।

গাংনী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইমন হোসেনের নেতৃত্বে মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির ক্রীড়া সম্পাদক মুকুল হোসেনকে সোমবার ভোরে কাথুলি সড়কের সাহারবাটি ও ভাটপাড়ার মাঝামাঝি কাশেম মোড় এলাকায় গুলি করে দুর্বৃত্তরা। তাকে লক্ষ্য করে পাঁচটি গুলি ছোড়া হলে চারটি গুলি তার শরীরে বিদ্ধ হয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

সেখানে অস্ত্রোপচার করে পিঠের দুটি গুলি বের করা সম্ভব না হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গাংনীতে ফিলিং স্টেশনে তেল নিতে এসে ট্রাকচাপায় কৃষক নিহত

মেহেরপুরের গাংনীতে ফিলিং স্টেশনে তেল নিতে গিয়ে ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন আরঙ্গজেব (৬৫) নামের এক কৃষক।

রোববার (২০ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে গাংনী উপজেলার বামন্দী কিবরিয়া ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত আরঙ্গজেব গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি মাদ্রাসাপাড়ার নাছিম উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ফিলিং স্টেশন থেকে তেল নিয়ে একটি কন্টেইনার হাতে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন আরঙ্গজেব। এ সময় দ্রুতগতির একটি বেপরোয়া ট্রাক এসে তাকে ধাক্কা দিলে তিনি সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর একটি বেসরকারি ক্লিনিক (আল-শেফা) নিয়ে যান। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা যাওয়ার পথে বিকেলে পথিমধ্যে মৃত্যু হয়।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) শ্যামা পদ বলেন, “দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি।

একটি দ্রুতগতির ট্রাকের ধাক্কায় আরঙ্গজেব আহত হন। ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশ সদস্যরা ট্রাক ও চালককে তাৎক্ষণিকভাবে হেফাজতে নিয়েছে।”

তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে এখনো আহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীর সাহারবাটিতে বিএনপি নেতাকে গুলি, মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রাম বিএনপির সহসভাপতি মুকুল হোসেনকে গুলি করেছে দূর্বৃত্তরা।
আজ সোমবার ভোর পাঁচটার সময় কাথুলি সড়কের সাহারবাটি ও ভাটপাড়ার মাঝামাঝি কাশেম মোড় নামক স্থানে এই গুলির ঘটনা ঘটে।
মুকুল হোসেন সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির ও ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক ও সাহারবাটি গ্রামের নেক মহাম্মদের ছেলে।
তার বুকে ও পিঠে পাঁচটি গুলি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শিরা। তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসা চলছে।
ঘটনার পরপরই গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাসের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছেছে।
ঘটনাস্থল থেকে গুলির চারটি খোসা উদ্ধার করেছে।
স্থানীয়রা জানান, ফজরের আযানের পর রাস্তায় হাটতে বের হন মুকুল। সাাহারবাটী বাংগালপাড়া কাশেম মোড়ে পৌছালে মুকুলের ওপর গুলি করতে থাকে তিনজন। এসময় তাদের সাথে মুকুলের ধস্তাধস্তি হয়। পরে মুকুল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে চিৎকার দেয় মুকুল। এসময় স্থানীরা তাকে উদ্বার করে হাসপাতালে নেয়া হয়। বর্তমানে তার অবস্থা আশংকাজনক। সাবেক ইউপি সদস্য ফরমান আলী জানান, ভোরে শুনতে পাই মুকুলকে ৫ টি গুলি করা হয়েছে। ঘটনা স্থলে গিয়ে দেখি মুকুলের শরীরের বিভিন্ন অংশে গুলি করা হয়েছে। তাকে উদ্বার করে হাসপাতালে নেয়া হয়। স্থানীয় বিএনপি নেতা বক্কার আলী জানান, বিএনপি নেতা মুকুলের ওপর এর আগেও একাধিকার বোমা হামলা করে হত্যা চেষ্টা করা হয়। এবারও তাকে হত্যার জন্য ৫ টি গুলি করা হয়েছে। এতে অন্যান্য নেতাকর্মীদের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে।
সাাহারবাটীর আবুল কাশেম বলেন, আমরা ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে যাচ্ছিলাম, আমাদের সামনে দিয়ে মুকুল হাটতে বের হয়। কিছ্ক্ষণ পরে শুনছি মুকুলকে গুলি করা হয়েছে।
মুকুল হোসেনকে এর আগেও দুই দফায় বোমা হামলা চালিয়েছিল দূর্বৃত্তরা।

ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, গুলির ঘটনা জানতে পেরে আমিসহ পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে এসে চারটি গুলির খোসা উদ্বার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

জেলার ৫৫ হাজার ৫২৩ শিশুকে দেওয়া হবে হামের টিকা

মেহেরপুর জেলার তিন উপজেলা ও মেহেরপুর পৌরসভার টিকাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে জেলার ৫৫ হাজার ৫২৩ শিশুকে দেওয়া হবে হাম-রুবেলা টিকা।

সারাদেশে হামের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তে আগামীকাল সোমবার থেকে আগামী ১১ কর্মদিবস এ টিকা দেওয়া হবে। ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের এ টিকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

আজ রবিবার বিকালে মেহেরপুর সিভিল সার্জনের সম্মেলন কক্ষে হাম-রুবেলা টিকা ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানান সিভিল সার্জন ডা. একেএম সাইদ হোসেন।

মতবিনিময় সভায় সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, মেহেরপুর জেলায় ৩ হাসপাতাল ও ৬৩৬টি ইপিআই টিকাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৫ হাজার ২৫৩ জন শিশুকে হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করা হবে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১৮ হাজার ২৮, গাংনী উপজেলায় ২৫ হাজার ১৬২, মুজিবনগর উপজেলায় ৮ হাজার ২২১ এবং মেহেরপুর পৌরসভায় ৩ হাজার ৮৫২ শিশুকে এ টিকা দেওয়া হবে। যে সকল শিশুর ৬ মাস পূর্ণ হয়েছে এবং ৪ বছর ১১ মাস ২৯ দিন বয়স সে সকল শিশুকে এ টিকা দেওয়া হবে। তবে, যে সকল শিশু বর্তমানে হামে আক্রান্ত হয়ে বা অন্যকোন রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন তাদের এ টিকা দেওয়া হবে না। তারা সুস্থ হলে পরবর্তিতে টিকা পাবে। এছাড়া যাদের এর আগে হাম হয়েছে এবং টিকা নিয়েছে তারাও এ টিকা নিতে পারবে।

তিনি আরও জানান, মেহেরপুর জেলায় ১৪৪ জন হামের উপসর্গ নিয়ে

চিকিৎসা নিয়েছেন এবং হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন ৬৯ জন। মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হামের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। সেখানে রোগীরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাচ্ছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সিভিল সার্জন বলেন, প্রতি চার বছর পরপর হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। ২০২০ সালে শেষবারের মত হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন হয়েছে। পরবর্তিতে ২০২৪ সালে ক্যাম্পেইনটি হয়নি। তিনি বলেন, তবে অন্যান্য টিকাদান কর্মসূচির মত হাম-রুবেলার টিকা নিয়মিত প্রদান করা হয়, মেহেরপুর জেলাতেও নিয়মিতভাবে এ টিকাদান কার্যক্রম করা হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, স্টার নিউজের ব্যুরো প্রধান রাশেদুজ্জামান, ইত্তেফাক প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম। মতবিনিময়ে মেহেরপুরে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা অংশ নেন।

গাংনীতে সাপের কামড়ে এক কৃষক মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় বিষধর সাপের কামড়ে রুহুল আমিন (৫৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার (১৮ এপ্রিল) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার মটমুড়া মন্ডলপাড়া গ্রামের বাড়ির সামনে মাঠে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রুহুল আমিন একই গ্রামের আনছার মন্ডলের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বিদ্যুৎ না থাকায় রাতের দিকে বাড়ির পাশে মাঠে বাতাস খেতে যান রুহুল আমিন। এ সময় একটি সাপ তাকে কামড় দেয়। কিছুক্ষণ পর তিনি বাড়িতে ফিরে পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি

জানান।

নিহতের ভাই জিয়াউর রহমান বলেন, “ভাইকে সাপে কামড় দেওয়ার পর আমরা স্থানীয় এক ওঝাকে ডাকি। তিনি প্রায় দেড় ঘণ্টা ঝাড়ফুঁক করে বলেন, কোনো বিষ নেই, নির্বিষ সাপ কামড় দিয়েছে। কিন্তু রাতের দিকে ভাইয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।”

তিনি আরও জানান, হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতেই রুহুল আমিনের মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মামুন জানান, সাপের কামড়ে আহত রুহুল আমিন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বর্তমানে তার মরদেহ কুষ্টিয়ায় রয়েছে।

গাংনীতে বজ্রপাতে প্রান গেলো কৃষকের

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা-ভাটপাড়া গ্রামে বজ্রপাতে জারজিস হোসেন (৫৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ভাটপাড়া গ্রামের জোলের মাঠ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জারজিস হোসেন ওই গ্রামের দাউদ হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জারজিস হোসেনসহ আরও দুই কৃষক কলাক্ষেতে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় হঠাৎ আকাশে কালো মেঘ জমে বজ্রসহ বৃষ্টি শুরু হয়। একপর্যায়ে বজ্রপাত হলে জারজিস গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নাহিদ হাসান তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল হাসপাতালে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পরবর্তীতে পরিবারের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

গাংনীতে ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ইউএনও

গাংনী উপজেলার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন। তিনি উপজেলার মালশাদহ এলাকায় অবস্থিত ব্র্যাক এরিয়া অফিস পরিদর্শন করেন।

এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুল্লাহ-আল-আজিজ।

পরিদর্শনকালে ইউএনও ব্র্যাকের স্বাস্থ্যসেবিকাদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং মাঠ পর্যায়ে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসায় ডটস পদ্ধতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এ সময় প্রায় ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন।

তিনি ব্র্যাকের মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হওয়া এক রোগীর সঙ্গেও কথা বলেন এবং অন্যদের সচেতন করার পরামর্শ দেন। এ সময় তিনি বলেন, “কোনো ব্যক্তির টানা দুই সপ্তাহের বেশি কাশি থাকলে অবশ্যই কফ পরীক্ষা করাতে হবে।”

এছাড়াও তিনি শিশুদের হাম রোগ সম্পর্কে সচেতনতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদকবিরোধী সচেতনতা, মোবাইল ফোনের অপব্যবহার এবং সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেন।

পরিদর্শন শেষে তিনি ব্র্যাক কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং গাংনীতে ব্র্যাকের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের জেলা সমন্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, এরিয়া ম্যানেজার (প্রগতি) শাহজাহান, উপজেলা অ্যাকাউন্টস

ম্যানেজার সমীর কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (দাবি) আশরাফুল ইসলাম, প্রোগ্রাম অফিসার আক্তার হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

উল্লেখ্য, ব্র্যাক বাংলাদেশে যক্ষ্মা (টিবি) নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সংস্থাটি রোগী শনাক্তকরণ, চিকিৎসা প্রদান, বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ এবং ফলোআপসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।